ভোরের কাগজ

তারিখ 19 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দারিয়াপুর কিয়ামত উল্লাহ বালিকা বিদ্যালয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

দুই ভুয়া শিক্ষকের এমপিওভুক্তি হলেও এখনো বঞ্চিত বৈধ শিক্ষক ছাদেকুল

গাইবান্ধা প্রতিনিধি : প্রধান শিক্ষকের অসহযোগিতা এবং ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির রোষানলে পড়ে বৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক গত ১৫ মাস ধরে নিয়মিত শিক্ষকতা করেও এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। সদর উপজেলার দারিয়াপুর কিয়ামত উল্লাহ মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ ছাদেকুল ইসলাম এ অবিচারের শিকার হয়ে এখন অসহায় অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন।

জানা গেছে, গত বছরের ১৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষায় সহকারী শিক্ষক (বাণিজ্য) পদে ছাদেকুল ইসলাম প্রথম স্থান লাভ করে নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হন। ২২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ঐ নির্বাচন অনুমোদনের পর ৩০ জানুয়ারি তিনি বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। কিন্তু নানা অজুহাতে ছাদেকুল ইসলামের এমপিওভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং ব্যানবেইস ১৫ মাস পরও শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক কার্যালয়ে পাঠানো হয়নি। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন এবং বাণিজ্য শাখার মঞ্জুরির জন্য ছাদেকুল ইসলামের পিতার কাছ থেকে ৯০ হাজার টাকার নেওয়া হয়। সে টাকা দিয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক যৎসামান্য কাজ করে অধিকাংশ আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ ওঠে। একাধিক তদন্তে এ অভিযোগ প্রমাণিতও হয়।

আরেকটি গুরুতর অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রজ্জব আলী সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি সভাপতি হাসান মাহমুদ সিদ্দিকের সঙ্গে যোগসাজশে মোঃ হারুন-অর-রশীদ ও মোছাঃ হাজেরা খাতুন নামে দুজন ভুয়া শিক্ষককে নিয়োগ দেখিয়ে এমপিওভুক্ত করেছেন। প্রধান শিক্ষক এ দুজন শিক্ষককে নিয়োগের বিষয়টি অস্বীকার করলেও এমপিও সংশোধনের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। বরং হাজেরা খাতুনের ব্যাংক একাউন্ট খোলার আবেদনপত্রে প্রধান শিক্ষক রজ্জব আলী পরিচয় প্রদান করেন। ঐ আবেদনপত্রের সঙ্গে হাজেরা খাতুনকে উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদের একটি ভুয়া নিয়োগপত্র সংযুক্ত পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন দুটি তদন্তে প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো প্রমাণিত হয়।

গত বছরের জুলাই মাসে ছাদেকুল ইসলামের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) গাজী মোঃ জুলহাস বিষয়টি প্রথম তদন্ত করেন। তিনি তার প্রতিবেদনে ছাদেকুল ইসলাম ও মোজাহিদুর রহমান নামের দুজন শিক্ষককে বৈধভাবে নিয়োগের বিষয়টি উল্লেখ করে মন্তব্য করেন প্রধান শিক্ষক বৈধ নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বরং তিনি এ দুজনের পরিবর্তে হারুন-অর-রশীদ ও হাজেরা খাতুন নামে শিক্ষক নন এমন দুজনের নাম এমপিওতে অন্তর্ভুক্তির জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। গত বছরের ৪ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসক রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর কাছে এ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন।

দ্বিতীয় তদন্তটি অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে। শিক্ষা পরিদর্শক জিয়াউল হাসান ও সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ গত বছরের ১৩ নভেম্বর সরেজমিন তদন্ত করেন। ঐ তদন্ত প্রতিবেদনেও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রজ্জব আলী সরকার এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হাসান মাহমুদ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার উল্লেখ করে উভয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়।

এসব অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় প্রভৃতি দপ্তরে পড়ে থাকলেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। দারিয়াপুর কিয়ামত উল্লাহ মেমোরিয়াল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক বহালতবিয়তে আছেন। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হয়নি শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছাদেকুল ইসলাম ১৫ মাস ধরে নিয়মিত শিক্ষকতা করলেও আজও তার এমপিওভুক্তির কাগজপত্র এবং ব্যানবেইস সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়নি। প্রধান শিক্ষক এসব কাগজপত্রে স্বাক্ষর করলেও সভাপতি স্বাক্ষর করেননি।

এ অবস্থায় ছাদেকুল ইসলাম পরিবার-পরিজন নিয়ে অভাবগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।